পটিয়ায় ব্রি ধানের বাম্পার ফলন

প্রতিনিধি,পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়নস্থ হরিণ খাইন গ্রামে মেসার্স বারি এগ্রো ফার্মে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিইট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন প্রজাতির ব্রি ৬৮/৬৯ ধানের চাষ করে বাম্পার ফলন হয়েছে। এ উপলক্ষে ধান ৬৮/৬৯ শস্য কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান গত রোববার আয়োজন করেন মেসার্স বারী এগ্রো ফার্ম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুল বারী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সহ-সম্পাদক দিদারুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন, পটিয়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা লঘুনাথ নাহা, পটিয়া উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ বেলাল উদ্দীন, ব্যাংকার নুর মোহাম্মদ, ইউপি মেম্বার শওকত আকবর, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ আলী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রমজান আলী, আওয়ামী লীগ নেতা সালেহ আহমদ, কৃষি প্রতিনিধি এহলাস মাঝি, মোঃ আলমগীর, ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী, মোঃ ইউসুফ, মোঃ হারুন, আকবর আলী চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম কালু, আলী আজগর চৌধুরী প্রমুখ।

পটিয়া উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়নের হরিনখাইন এলাকার কৃষি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বারী এগ্রো ফার্মের উদ্যোগে ২৬০ শতক জমিতে নতুন প্রজাতির ধান ব্রি ৬৭/৬৯ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ করা হয়। প্রাথমকিভাবে এ চাষে ব্যাপক বাম্পার ফলন হওয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিকানি জমিতে ১২৩ আড়ি ধান উৎপাদন হয়। যা সাধারণ ধানের চেয়ে দুই তিন গুণ বেশি। ব্রি ধান ৬৮ প্রজাতি হেক্টর প্রতি ৭.৩ টন তবে উপযুক্ত পরিচর্যা হলে ৯.২ টন পর্যন্ত উদপাদন হয়। ব্রি ধান ৬৯ প্রজাতির ধান গতে হেক্টরপ্রতি ৭.৩ টন উৎপাদন স্বভাবিকভাবে হয়। তবে পরিচর্যা ভাল হলে নয় টন পর্যন্ত হয় বলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তথ্য সূত্রে জানা যায়।